প্রথম আলো

তারিখ ২0 APR 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষার গুণগত মান খারাপ বাজেট বাড়াতে হবে

গণসাক্ষরতা অভিযানের মতবিনিময় সভায় বক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও গুণগত মান এখনো খারাপ। মাধ্যমিক স্তরের অবস্থা আরও খারাপ। এ স্তরে ঝরে পড়ার হারও বেশি। তাই গুণগত ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে।

এ জন্য শিক্ষায় মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশ অথবা জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে।

সবার জন্য শিক্ষা (ইএফএ) নিয়ে গতকাল শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের এলজিইডি ভবনে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত দুটি প্রতিবেদনেও এসব সমস্যা ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও গুণগত মানে পিছিয়ে থাকার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও গুণগত শিক্ষার অভাব রয়েছে। তাই গুণগত শিক্ষার উন্নয়ন করতে হবে।

শিক্ষকদের এমপিওর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একবার তিনি একটি জেলার একটি স্কুলে গিয়ে দেখতে পান, বিজ্ঞানে পাঁচজন শিক্ষক অথচ ছাত্র মাত্র একজন। এর পরও ওই পাঁচ শিক্ষক এমপিওভুক্ত হয়ে সরকারের টাকা নিচ্ছেন। কিছু করতে গেলেই মামলা হয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এখনো প্রায় সাড়ে আট হাজার মামলা রয়েছে। তবে দেশে সার্বিকভাবে বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষার্থী বাড়ছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

জাতীয় বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার মান যদি উপযুক্ত না হয় তাহলে চাহিদা পূরণ হবে না। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষায় অগ্রগতি হলেও মাধ্যমিকের অবস্থা ভালো নয়। এখানে কাজ করতে হবে।

ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, বর্তমানে ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী লোক আছে ১০ কোটি। আর ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী লোক আছে পাঁচ কোটি। এই পাঁচ কোটি লোককে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে অগ্রগতি আরও বেশি হতো।

সঞ্চালকের বক্তব্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, শিক্ষায় অবশ্যই বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

'বাংলাদেশ ইএফএ-২০১৫ পরিবীক্ষণ' শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইইডির জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে নিট ভর্তির হার শতভাগের কাছাকাছি হলেও মান রক্ষায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়নি। শিক্ষায় সুশাসন ও ব্যবস্থাপনাতেও ঘাটতি রয়েছে।

মনজুর আহমেদ বলেন, নিম্ন মাধ্যমিকে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী) নিট ভর্তির হার ৫০ শতাংশের নিচে। আর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ঝরে পড়ার হারও বেশি।

ইএফএ নিয়ে সুশীল সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে করা প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরেন ব্র্যাকের শিক্ষা গবেষণা ইউনিটের কর্মসূচি প্রধান সমীর রঞ্জন নাথ।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ভর্তিতে ছেলে ও মেয়েদের সমতার লক্ষ্য অর্জন হলেও ছেলেরাই বেশি শিখছে। নবম শ্রেণীর পর মেয়েদের ঝরে পড়া বাড়ছে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারপারসন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সুপারিশ তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক নাজমুল হক।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা প্রতিনিধিরা কোচিং বন্ধ করাসহ শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে আলাদা প্রস্তাব দেন।